# শা'বান ও শবে বরাত

শাবান মাস হিজরী বৎসরের ৮ম মাস। রমযান হলো ৯ম মাস। শাবান মাসের ফযিলত অনেক। কেননা, এ মাসটি রমযান শরীফের পূর্ব প্রস্তুতির মাস। এ মাস হলো বান্দার ভাগ্য নির্ধারণের মাস এবং গত এক বৎসরের চুড়ান্ত হিসাব আল্লাহর দরবারে পেশ করার মাস। এ মাসের লাইলাতুল বারাআতে আগামী বৎসরের ভাগ্য নির্ধারিত হয়। আর একমাস এগার দিন পর লাইলাতুল ক্বদরে বান্দার হায়াত মউত, রিযিক, দৌলত সংশ্লিষ্ট ফিরিস্তাদের কাছে অর্পণ করা হয়। তাক্বদীর নির্ধারণ ও কর্ম বন্টন যথাক্রমে লাইলাতুল বারাআতে ও লাইলাতুল ক্বদরে সম্পাদন করা হয়। এভাবেই কোরআন ও হাদীসের বর্ণিত সমস্ত আয়াত ও সমস্ত হাদীসের মধ্যে সমন্বয় করে মোফাসসেরীন ও মোহাদ্দেসীন গণ সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। কারণ, শবে বারাআত ও শবে ক্বদর উভয় রাত্রিতেই ভাগ্য নির্ধারণ ও বন্টনের উল্লেখ পাওয়া যায়। তাই বিশেষজ্ঞ ওলামায়ে কেরাম সমস্ত রেওয়ায়াত একত্র করে যাচাই বাছাই ও পরীক্ষা নিরীক্ষা করে উপরোক্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। পরে তা আলোচনা করা হবে। এখন শবে বারাআত বা লাইলাতুল বারাআত ও শা'বান মাসের ফযিলত বয়ান করা হলো।

১। আল্লাহ পাক কুরআন মজিদের সুরা দুখান-এ ইরশাদ করেছেন-

حٰمٓ ۔ وَالْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ۔ اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةٍ
مُّبٰرَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ فِيْهَا يُفْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ
حَكِيْمٍ ۔ اَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا اِنَّا كُنَّا مُرْسِلِيْنَ رَحْمَةً
مِّنْ رَّبِّكَ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۔

অর্থঃ হামীম। শপথ ঐ সুস্পষ্ট কিতাবের। নিশ্চয়ই আমি এই কিতাবকে বরকতময় রাত্রিতে অবতীর্ণ করেছি। নিশ্চয়ই আমি সতর্ককারী। এ রাতেই ফয়সালা বা বন্টন করা হয় প্রত্যেক হিকমতপূর্ণ কাজ। আমার পক্ষ হতে নির্দেশক্রমে (একাজ করা হয়)। নিশ্চয়ই আমি প্রেরণকারী। আপনার রবের নিকট থেকে রহমত। নিশ্চয় তিনি শুনেন জানেন। (অনুবাদঃ কানযুল ঈমান)

এ আয়াতে "লাইলাতুম মুবারাকাহ" দ্বারা শবে বরাত বা শবে ক্বদর উভয়টিই হতে পারে। কেননা উভয় রাত্রিই বরকতময়। যদি শবে বরাত অর্থ করা হয়- যেমন ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আন্হু বর্ণিত রেওয়ায়াতে লাইলাতুর বারাআত অর্থ করা হয়েছে, তাহলে এ রাতে কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার অর্থ হবে কিছু অংশ নাযিল শুরু হওয়া। আর যদি শবে ক্বদর অর্থ করা হয়- তাহলে অর্থ হবে, আমি সম্পূর্ণ কুরআন একবারে শবে ক্বদরে লাওহে মাহফুজ থেকে প্রথম আসমানে নাযিল করেছি। সেখান থেকে জিবরাইল ২০ বছরে অল্প অল্প করে প্রয়োজন অনুসারে আল্লাহর নির্দেশে পূর্ণ কুরআন নাযিল করেছেন।

শবে বরাতের শানেই উপরোক্ত আয়াত নাযিল হওয়ার পক্ষে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু দৃঢ় মত পোষণ করে বলেছেন- বরকতের রাতের দ্বারা শা'বান মাসের পনরই রাত্রিকেই বুঝানো হয়েছে। ইহা ইবনে আব্বাসের শাগরিদ ও মুখপাত্র ইকরামা কর্তৃক বর্ণিত। মোফাসসেরীনদের এক বিরাট অংশ ইকরামার মত সমর্থন করেছেন। তারা প্রমাণ হিসেবে বলেছেন- শবে বরাতের চারটি নাম আছে যথা-

(১) লাইরাতুম মোবারাকা (২) লাইলাতুল বারাআত (৩) লাইলাতুর রাহমাত (৪) লাইলাতুস সাককি (তাফসীরে সাভী)। সুতরাং উপরোল্লিখিত আয়াতে লাইলাতুম মুবারাকাতুন বলে আল্লাহ তায়ালা শবে বারাআতকেই বুঝিয়েছেন। লাইলাতুল ক্বদরের নাম লাইলাতুম মুবারাকা কোথাও সরাসরি উল্লেখ নেই। লাইলাতুল বারাআতের অপর নাম সরাসরি লাইলাতুম মুবারাকা।

এ প্রসঙ্গে হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাগরিদ ও মুখপাত্র রাবী হযরত ইকরামা (তাবেয়ী) হতে বর্ণিত আছে-

عَنْ عِكْرَمَةَ اللَّيْلَةُ الْمُبَارَكَةُ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ
شَعْبَانَ اَنْزَلَ اللّٰهُ جِبْرَائِيلَ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا
فِىْ تِلْكَ اللَّيْلَةِ حَتّٰى اَمْلَى الْقُرْاٰنَ عَلَى الْكَتَبَةِ
وَسَمَّاهَا مُبَارَكَةً لِاَنَّهَا كَثْرَةُ الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ لِمَا

يَنْزِلُ فِيْهَا مِنَ الرَّحْمَةِ وَيُجَابُ فِيْهَا الدَّعْوَةُ
(تفسير كشف الاسرار ج ٩ صفح ٩٤

অর্থঃ হযরত ইকরামা (রহঃ) থেকে বর্ণিত (আয়াতে বর্ণিত) লাইলাতুম মুবারাকা' হলো শা'বান মাসের মধ্য রাত্রি অর্থাৎ ১৫ই রাত। এরাতে আল্লাহ পাক হযরত জিব্রাইল আলাইহিস সালামকে প্রথম আকাশে (দুনিয়া সংলগ্ন আকাশ) প্রেরণ করেন। জিব্রাইল আলাইহিস সালাম প্রথম আকাশের ফেরেস্তাদের কাছে পূর্ণ কোরআন একবারে লিপিবদ্ধ করিয়ে দিয়েছেন। এই রাতকে মুবারক রাত নাম রাখার কারণ হলো-এ রাতে অনেক কল্যাণ ও বরকত রয়েছে। এ রাতে আল্লাহর রহমত নাযিল হয় এবং দোয়া কবুল হয় (তাফসীরে কাশফুল আসরার ৯ম খন্ড ৯৪ পৃষ্ঠা)।

২। তাফসীরে সাভী সুরা দুখানে বর্ণিত আছেঃ

وَقِيْلَ يَبْدَأُ فِيْ اِسْتِنْسَاخِ ذٰلِكَ مِنَ اللَّوْحِ الْمَحْفُوْظِ مِنْ لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ وَيَقَعُ الْفَرَاغُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فَتَدْفَعُ نُسْخَةُ الْاَرْزَاقِ اِلٰى مِيْكَائِيْلَ وَ نُسْخَةُ الْحُرُوْبِ اِلٰى جِبْرَائِيْلَ وَكَذٰلِكَ الزَّلَازِلُ وَالصَّوَاعِقُ وَ الْخَسْفُ وَنُسْخَةُ الْاَعْمَالِ اِلٰى اِسْمَاعِيْلَ صَاحِبِ سَمَاءِ الدُّنْيَا وَهُوَ مَلَكٌ عَظِيْمٌ وَنُسْخَةُ الْمَصَائِبِ اِلٰى مَلَكِ الْمَوْتِ (تفسير الصاوى ج٤ صفح ٦٠٢)

অর্থঃ রেওয়ায়াতে বর্ণিত আছেঃ লাওহে মাহফুজ থেকে হায়াত, মউত, রিযিক, দৌলত (খোদার নির্দেশ) শবে বারাআতে স্থানান্তর শুরু হয় এবং ১মাস ১১ দিন পর লাইলাতুল ক্বদরে সমাপ্ত হয়। স্থানান্তর শেষ হলে শবে ক্বদরে মিকাইল আলাইহিস সালামকে দেয়া হয় রিযিকের পোর্ট ফলিও। জিব্রাইল আলাইহিস সালামকে দেয়া হয়, যুদ্ধ বিগ্রহ শাস্তি, দুনিয়ার ভুমিকম্প, আকাশের জোতিষমণ্ডলীর বান নিক্ষেপ ও ভূমিধ্বস সম্পর্কীয় পোর্ট ফলিও। প্রথম আকাশের দায়িত্ব প্রাপ্ত মহান ফেরেস্তা ইসমাঈল আলাইহিস সালামকে দেয়া হয় আমলের সম্পর্কীয় পোর্ট ফলিও। আজরাইল আলাইহিস সালামকে দেয়া হয় মুসিবতের পোর্ট

ফলিও (তাফসীরে সাভী ৪র্থ খন্ড পৃঃ ৬৩)।

৩। গাউসুল আযম আব্দুল কাদের জিলানী রাদিয়াল্লাহু আনহু রচিত গুনিয়াতুত ত্বালেবীন-এর ৩৬৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে-

قَالَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ حٰمٓ يَعْنِىْ قَضٰى اللّٰهُ مَاهُوَ كَائِنٌ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ - وَالْكِتَابِ الْمُبِيْنِ يَعْنِىْ الْقُرْاٰنَ - فِىْ لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ هِىَ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ وَهِىَ لَيْلَةُ الْبَرَاءَةِ -

অর্থঃ হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আন্‌হু সুরা দুখানের সংশ্লিষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন- "হা-মীম" অর্থ আল্লাহ তায়ালা কিয়ামত পর্যন্ত সংঘটিতব্য যাবতীয় বিষয় নির্ধারণ করে রেখেছেন।

"ওয়াল কিতাবিল মুবিন"-এর মধ্যে 'আল কিতাব' অর্থ কুরআন মজিদ। "ফি লাইলাতিম মুবারাকাতিন" অর্থ হলো শাবান মাসের মধ্য রাত্রি অর্থাৎ শবে বারাআত। মোদ্দা কথা হলো- লাইলাতুম মুবারাকা বলতে ইবনে আব্বাস (রাঃ) শবে বারাআতকেই বুঝিয়েছেন। সুতরাং বরকতময় রাতের অর্থ হলো শবে বারাআত- শবে ক্বদর নয়। আল্লামা কুরতুবী (৬৭১ হিঃ) হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং শবে বরাত ও শবে ক্বদরের মধ্যে বার্ষিক ভাগ্য নির্ধারণ ও বন্টনের বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেনঃ

اِنَّ اللّٰهَ يَقْضِى الْاَقْضِيَةَ فِىْ لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ وَيُسَلِّمُهَا اِلٰى اَرْبَابِهَا فِىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ -

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা শবে বারাআতে বান্দার যাবতীয় ভাগ্য নির্ধারণ করেন এবং শবে কদরে সংশ্লিষ্ট ফেরেস্তার কাছে হস্তান্তর করেন (তাজকিরা পৃষ্ঠা ৭১ বৈরুত ১৯৯৮ ইং)

## পূর্ণ কোরআন কোন্ রাত্রে একবারে নাযিল হয়েছে?

আয়াতে বলা হয়েছে- "লাইলাতুম মুবারাকায়" কুরআন একবারে নাযিল করা হয়েছে। লাইলাতুম মুবারাকা অর্থ শবে বরাত হলে অর্থ দাঁড়ায়- ঐ রাতে পূর্ণ কুরআন নাযিল হয়েছে। অথচ জমহুর মোফাসসেরীন ও হাদীসের বিশেষজ্ঞ মোহাদ্দেসীনদের মতে সম্পূর্ণ কুরআন লাওহে মাহফুজ

থেকে প্রথমে প্রথম আসমানের বাইতুল ইজ্জতে নাযিল করা হয়েছে। সেখান থেকে ২০ বৎসরে অল্প অল্প করে অবতীর্ণ হয়েছে। তাহলে কিভাবে সমন্বয় করা যায় উভয় মতবাদ কে? এ সম্বন্ধে তাফসীরে সাভীতে এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে-

(أَنْزَلَ فِيْهَا) أَىْ جُمْلَةً وَمَعْنٰى إِنْزَالِهٖ مِنَ اللَّوْحِ
الْمَحْفُوْظِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا أَنَّ جِبْرَائِيْلَ أَمْلَاهُ
مِنْهُ عَلٰى مَلَائِكَةِ سَمَاءِ الدُّنْيَا فَكَتَبُوْهُ فِىْ
صُحُفٍ وَكَانَتْ عِنْدَهُمْ فِىْ مَحَلٍّ مِّنْ تِلْكَ
السَّمَاءِ يُسَمّٰى بَيْتَ الْعِزَّةِ ثُمَّ نَجَّمَتْهُ الْمَلَائِكَةُ
الْمَذْكُوْرُوْنَ عَلٰى جِبْرَائِيْلَ فِىْ عِشْرِيْنَ سَنَةً
يَنْزِلُ بِهَا عَلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بِحَسْبِ الْوَقَائِعِ وَالْحَوَادِثِ

অর্থঃ পূর্ণ কুরআন মজিদ একবারে লাওহে মাহফুজ থেকে প্রথম আকাশে নাযিল হওয়া লাইলাতুল কদরে সমাপ্ত হয়েছে। হযরত জিব্রাইল প্রথম আকাশের ফেরেস্তাদের কাছে পূর্ণ কুরআন লিপিবদ্ধ করিয়ে দিয়েছেন। অতঃপর ফেরেস্তারা সমস্ত কুরআন লিপিবদ্ধ করে তাদের কাছে প্রথম আকাশের বাইতুল ইজ্জত নামক স্থানে সংরক্ষণ করেছেন। এরপর অল্প অল্প করে ২০ বৎসরে জিব্রাইলের কাছে হস্তান্তর করেছেন। জিব্রাইল আলাইহিস সালাম ঘটনা প্রবাহ অনুযায়ী অল্প অল্প করে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর নাযিল করেছেন। (উল্লেখ্য যে, প্রথম ৫ আয়াত নাযিল হওয়ার পর তিন বৎসর ওহী বন্ধ ছিল। তিন বৎসর পর আবার অবতরণ শুরু হয় এবং বিশ বছরে শেষ হয়)। প্রথম আয়াত ছিল- وَأَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ

অর্থাৎ আপনার নিকট জনদেরকে প্রথমে হেদায়াত করুন। (এটাই হলো- ইসলামী তাবলীগের নিয়ম ও নীতি।)

ইতোপূর্বে ইকরামার রেওয়ায়াত ও তাফসীরে সাভীর রেওয়ায়াত রাত্র নিয়ে পার্থক্য দেখা যায়। সমন্বয় হবে এভাবে-

লাইলাতুম মুবারাকা- অর্থাৎ লাইলাতুল বারাআতে সম্পূর্ণ কুরআন আল্লাহর ইলমে আযলী থেকে লাওহে মাহফুজে

নাযিল হয়েছে এবং লাইলাতুল ক্বদরে লাওহে মাহফুজ থেকে প্রথম আকাশের বাইতুল ইজ্জাতে নাযিল হয়েছে। সুতরাং উভয় বক্তব্যের মধ্যে আর কোন বিতর্ক থাকেনা। শেখ আবদুল হক মোহাদ্দেস দেহলভী (রহঃ) তাঁর মা ছাবাতা মিনাছ ছুন্নাহ গ্রন্থে এভাবেই সমন্বয় করেছেন।

লাইলাতুম মুবারাকা ও লাইলাতুল ক্বদর যে শবে বরাত ও শবে ক্বদর এতে আর দ্বিধাদ্বন্দ্ব থাকেনা এবং এ দু'রাতে সম্পূর্ণ কুরআন কিভাবে কোথায় দু'বারে নাযিল হয়েছিল তার সমাধান শেখ দেহলভী সাহেব করে দিয়েছেন। এই অংশ টুকুর আলোচনা আলেমদের উদ্দেশ্যে খাস করে করা হলো।